দৈনিক বাংলা

তারিখ 22 MAY 1987

পৃষ্ঠা 6 কলাম 6

নজরুল ইসলামের শিক্ষাদর্শন

আলমগীর জলিল

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের ফলে বাঙালী জাতি জাতীয় আন্দোলনে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও স্বদেশী আন্দোলন পাশাপাশি চলতে থাকে। বাঙালী তার স্বকীয়তা ও ঐতিহ্য বজায় রাখার মানসে দুর্বার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। শিক্ষা ব্যবস্থায় ও জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য এবং এ দেশীয় ধর্মকে প্রতিষ্ঠা দেবার জন্যে, শিক্ষার প্রকৃতিকে দেশীয় ভাবাপন্ন করার চেষ্টায় জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন শুরু হয়। এই শিক্ষা আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন স্যার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়, কবি রবীন্দ্রনাথ রাসবিহারী ঘোষ প্রমুখ মনীষীবৃন্দ। তাঁদের চেষ্টায় বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। কলকাতায় স্থাপিত হয় ন্যাশনাল কলেজ। অরবিন্দ ঘোষ তার অধ্যক্ষ নিয়োজিত হন। যন্ত্র শিক্ষার জন্যেও টেকনিকাল স্কুল খোলা হয়। বাংলার নানা স্থানে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় শিক্ষাকে বাঙালী জাতীয়তার আদর্শে পুনর্গঠনের প্রয়াসে। দেশীয় ভাষার সাহায্যে জাতীয় ভাবে শিক্ষা প্রদানের আদর্শ গৃহীত হল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে কয়েকটি নতুন ধারার বিদ্যালয় স্থাপিত হল। লাহোরে দয়ানন্দ কলেজ, কাশীতে সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজ প্রভৃতি স্থাপনের মধ্য দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মকে স্থান দেয়া হল। এই সময়েই শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় মানশীরাম গুরুকুল প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু নানা কারণে এই জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন বেশিদিন টিকে থাকেনি।

আট-দশ বৎসর পরে মন্টেগু-চেমসফোর্ড পরিকল্পিত শাসন সংস্কার প্রবর্তন করার ব্যাপারে বাংলায় মতভেদ উপস্থিত হয়। এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করে ১৯২০ সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে শুরু [redacted] আন্দোলন। এর ফলে ইংরেজের সমস্ত কিছু বর্জন করে বাঙালী জাতীয়তার পরিপোষক ঐতিহ্যকে পুরোপুরি আঁকড়ে ধরার চেষ্টা চলে। শিক্ষা ক্ষেত্রেও জাতীয় আন্দোলনের ঢেউ না এসে পারেনি। বহু ছাত্রছাত্রী সরকারী ও সরকার সম্পর্কিত বিদ্যালয় ছেড়ে বাইরে আসে। তাদের শিক্ষার জন্যে স্বদেশী যুগের মতই আবার জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন দেখা দেয়। এই আন্দোলনের ফলে ১৯২১ সালে আবার বহু জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

জাতীয় মেডিক্যাল কলেজ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হয়। কলকাতায় গঠিত হয় গৌড়ীয় সর্ব বিদ্যায়তন। বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠিত হয় পাটনায়, কাশীতে আর গুজরাটে। এমন কি আলীগড়ে জাতীয় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় বা জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া স্থাপিত হয়। দলে দলে ছাত্র এসে যোগ দিল সেখানে। কিন্তু স্বদেশী যুগেরই মত এবারও অল্প কালের মধ্যেই জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। রাজনৈতিক আন্দোলনের উৎসাহ দীর্ঘস্থায়ী হয় না। তার সহযোগী কিছু সৃষ্টি করাও কঠিন।

নজরুল ইসলাম অসহযোগ খেলাফত আন্দোলনের যুগে নিজেকে নিশ্চেষ্ট না রেখে কাব্যে গানে প্রবন্ধে এই আন্দোলনের পরিপোষকতা করেন। প্রতিক্রিয়াশীল বিদেশী সরকারের অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে এবং সমাজের মজ্জাগত অন্যায় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন। দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকা সম্পাদনার সময়ে (১৯২০) তিনি জ্বালাময়ী অগ্নিগর্ভ ও প্রাণস্পর্শী ভাষায় সম্পাদকীয় লেখেন। সেই সম্পাদকীয় স্তম্ভে যা লেখা হয়েছিল তার সংকলিত রূপ 'যুগবাণী' গদ্য গ্রন্থটি। বৈদেশিক ইংরেজী সরকার নজরুলের লেখনী আঘাত সহ্য করতে না পেরে 'যুগবাণী' প্রচার বন্ধ করে দেন। পরবর্তীতে আন্দোলনের পর এই পুস্তকের ওপর হতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। যুগবাণীর একুশটি প্রবন্ধের মধ্যে নজরুলের শিক্ষা সংক্রান্ত তিনটি প্রবন্ধ রয়েছে। যেমন, সত্য শিক্ষা, জাতীয় শিক্ষা এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এই তিনটি সম্পাদকীয় এবং আরো কিছু অভিভাষণ থেকে কবি নজরুলের শিক্ষা বিষয়ক মতবাদের পরিচয় জানা যায়।

এ সময় বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটির জাতীয় বিদ্যালয় থেকে নজরুলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ছাত্র যুবক দল তাঁকে ডেকেছে। অমর নামে এক তরুণ স্বেচ্ছাসেবীর চেষ্টায় ও আদর্শে এ বিদ্যালয় স্থাপিত। অমর অকালে ইহলোক ত্যাগ করেছে। সহকর্মীরা জাতীয় আন্দোলনের এ বিদ্যালয়ের নাম দিয়েছে 'অমর কানন'। নজরুল 'অমর কানন' এর উদ্বোধন করে সেখানে গিয়ে। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের দাবী ও ছিল নজরুল তাতে সায় দিলেন: মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান

দৈনিক বাংলা

তারিখ 22 MAY 1987
পৃষ্ঠা 6 কলাম ৮

090-B

এবং বাঙালী ঐতিহ্যকে প্রকাশ ও প্রচার করার আদর্শ সম্মুখে রাখা হল। মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা বড় বেশি পুঁথি ঘেঁষা। সেজন্যে ব্যবহারিক বা হাতে-কলমে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করার লক্ষ্য স্থির করা হল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই উদ্দেশেই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পাঠ্যক্রমের সংস্কার করা হল। মাদ্রাজের হাই স্কুলগুলিতে শর্টহ্যান্ড, টাইপ রাইটিং, বুক কিপিং সেখাবার ব্যবস্থা করা হলো। বৈচিত্র্যহীন মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার করে শিক্ষাক্ষেত্রে বৈচিত্র আনা হল। যন্ত্র, কৃষি, কমার্শিয়াল, শিল্প ইত্যাদি নানা ধরনের শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা হল। তার পাশাপাশি রইল সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থাও। ফলে বেকার সমস্যার সমাধানের একটি প্রচেষ্টা বলবৎ হল।

কবি নজরুল এসব সমস্যার সঙ্গে একমত হয়েই তাঁর শিক্ষা বিষয়ক মতবাদ খাড়া করেছিলেন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম এডুকেশন সোসাইটির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সভাপতি রূপে যে অভিভাষণ দিয়েছিলেন, তাতে তাঁর শিক্ষা দর্শন প্রতিফলিত। অভিভাষণে তিনি বলেছিলেন, 'রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের মত আমাদেরও কালচারের সভ্যতার জ্ঞানের সেন্টার বা কেন্দ্রভূমির ভিত্তি স্থাপনের মহৎ ভার আপনারা গ্রহণ করুন। কালচারাল সেন্টারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি নানা কারণে—একটি কারণ তার রাজনৈতিক।....ইংরেজের শাসন সবচেয়ে বড় ক্ষতি করেছে এই যে, তার শিক্ষাদীক্ষার চাক দিয়ে সে আমাদের এমনই চমকিত করে রেখেছে যে আমাদের, এই দুই জাতির কেউ কারুর শিক্ষাদীক্ষা, সভ্যতার অতীত মহিমার খবর রাখেনা।

হিন্দু, মুসলমান, অনুবাদের মাধ্যমে, একে অন্যকে জানতে পারলে পারস্পারিক অশ্রদ্ধা দূর হবে, ভারতের স্বাধীনতার পথ হবে সুগম। সেদিন সাম্প্রদায়িকতার মাতলামীরও হবে অবসান।' এজন্যে নজরুলের মতে 'যদি পারেন মাতৃভাষায় আপনাদের সাহিত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ইতিহাস সভ্যতার অনুবাদ ও অনুশীলনের কেন্দ্রভূমি যেখানে হোক প্রতিষ্ঠা করুন। তা না পারলে অনর্থক 'ধর্ম ধর্ম' বলে 'ইসলাম গেল' চীৎকার করবেন না।'

প্রকৃত শিক্ষার স্বরূপ সম্বন্ধে নজরুল ইসলাম তাঁর শিক্ষা সম্পর্কিত অভিভাষণ ও সম্পাদকীয়তে মতামত পেশ করেছেন। বৃটিশ শাসিত রাজ্যে বৃটিশের চাপিয়ে দেয়া শিক্ষায় আমরা জীবনমৃত। তাতে আমরা আত্মবিস্মৃত জাতির মত কেবল পরানুকরণ ও পরানুসরণ করে উল্লিখিত হই। কিন্তু আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য যে তাতে খর্ব ও ক্ষুণ্ণ হয় তার কথা মোটেই ভাবি না। বৃটিশের শিক্ষা পদ্ধতিতে শুধু চালাক যান্ত্রিক পশু সৃষ্টি হয়—মানুষ তৈরী হয় না। জাতীয় বিদ্যালয় সম্পর্কে নজরুলের স্পষ্ট ঘোষণা, 'আমাদের জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা অনেক আগেই হওয়া উচিত ছিল, বিজাতীয় অনুকরণে আমরা ক্রমেই আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব হারাইয়া ফেলিতেছি। অধিকাংশ স্থলেই আমাদের এই অন্ধ অনুকরণ হাস্যাস্পদ 'অনুকরণে' পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। পরের সমস্ত ভালোমন্দকে ভালো বলিয়া মানিয়া লওয়ায় আত্মা নিজের শক্তি ও জাতীয় সত্যকে নেহায়েৎ খর্বই করা হয়। নিজের শক্তি, স্বজাতির বিশেষত্ব হারানো মনুষ্যত্বের মস্ত অবমাননা। স্বদেশের মধ্যেই বিশ্বকে পাইতে হইবে। জাতীয় বিশেষত্বের উপর ভিত্তি করিয়া আমাদের ভাবী দেশ সেবকের চরিত্র ও জীবন গঠিত হইবে.... তাহারা শিখিবে দেশের কাহিনী, জাতির বীরত্ব, ভ্রাতৃত্ব, পৌরুষ, স্বধ-

৭-এর পৃঃ-দ্রঃ

দৈনিক [illegible]

তারিখ 22 MAY 1987
পৃষ্ঠা 6 কলাম ৮

090-C

(৬-এর পৃঃ পর)

র্মের সত্য—তাহারা শিখিবে বীরের আত্মোৎসর্গ, কর্মীর ত্যাগ ও কর্ম, নির্ভীকের সাহস, দেশের উদাহরণে উদ্বুদ্ধ হইয়া—ইহা কি কম আনন্দের কথা।' (সত্য শিক্ষা : যুগবাণী)

সক্রেটিসের মতে, শিক্ষার লক্ষ্য, ভুল দূর করে সত্যকে আবিষ্কার করা। দার্শনিক প্লেটো অল দি পারফেকশন অব হুইচ দে আর স্যাসেপটিবল। জন লক অল পারফেকশন অব হুইচ দে আর স্যাসেপটিবল। জন লক বলেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য, সুস্থ দেহে সুস্থ মনের অধিকারী করা। জন ডিউবী শিক্ষার মূল কথা বলতে বুঝিয়েছেন, নিজের সম্পর্কে ভালোভাবে ধারণা।

রুদিজার, কর্শীব চ্যাপম্যান, জর্জ এস কাউন্টসের সংজ্ঞায় দেখি পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর মধ্যেই আছে প্রকৃত শিক্ষা।

আধুনিক জীবন যাত্রায় অত্যাবশ্যক শক্তির উদ্বোধন, উন্নয়ন, গঠন এবং প্রশিক্ষণ হল শিক্ষার তাৎপর্য নিহিত—যাতে শিক্ষিতজন যথার্থ পরম নিষ্ঠার সঙ্গে তাদেরকে ব্যবহার করতে শেখে।

শিক্ষাদর্শন

সমাজে মুক্ত স্বাধীন পরিপূর্ণ শক্তির অনুশীলন করতে যে শিক্ষা সাহায্য করে তাই হল প্রকৃত শিক্ষা।

নজরুল ইসলামও বলেন, 'আমরা চাই, আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি এমন হউক, যাহা আমাদের জীবন শক্তিকে ক্রমেই সজাগ, জীবন্ত করিয়া তুলিবে। যে শিক্ষা ছেলেদের দেহমন দুই-কেই পুষ্ট করে, তাহাই হইবে আমাদের শিক্ষা।' (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় : যুগবাণী)। শিক্ষার এই প্রসারের ফলে গণ জাগরণ, জাতীয় আন্দোলন, স্বাধীনতার স্পৃহা হবে সম্পূর্ণ, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক শোষণ, কুসংস্কার, অন্ধ অনাচার হবে অপনোদিত। জাতীয় শিক্ষার ফলে, নজরুলের মতে, ভাবী দেশসেবকের চরিত্র ও জীবন গঠিত হব। স্বজাতি স্বদেশের প্রতি আস্থাশীল করে তাদের বিশ্বাসী, কর্মিষ্ঠ, পরিশ্রমী ও প্রকৃত কর্মীরূপে গড়ে তুলবে।

'যাহা আমাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব নয়, যাহা অন্যের ভুল দাগে দাগা বুলানো মাত্র, তাহাকে কি বলিয়া কোন লজ্জায় 'হামরা' বলিয়া বুক ঠুকিয়া তাহাদেরই সামনে দাঁড়াইব...শুধু চরকা দিয়া সুতা কাটানো ছাড়া এ ন্যাশনাল বিদ্যালয়ে তেমন কিছু নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় নাই, যাহা সম্পূর্ণরূপে আমাদের দেশের ছেলেদের মনের বা এ দেশের আবহাওয়ার উপযোগী। এ সবই ইংরেজী কায়দাকানুনকে যেন মাথায় পাগড়ি ও পায়ের নাগরা জুতা পরাইয়া এ দেশী করা, অথবা সাহেবকে ধুতি ও মেমকে শাড়ি পরাইয়া বাবু ও বিবি সাজানো গেছে।....(জাতীয় শিক্ষা : যুগবাণী)।

জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষাদাতা কর্তাদের সম্বন্ধে নজরুল খুব আশাবাদী ছিলেন না। প্রফেসর বা অধ্যাপকদের যোগ্যতা সম্বন্ধে কবি নিঃসন্দেহ ছিলেন না। জাতীয় বিদ্যালয়গুলি কোনো কিছুতেই ঐ সরকারী বিদ্যাপীঠেরই দ্বিতীয় সংস্করণরূপে আত্মপ্রকাশ না করে। তার প্রতি নজরুল বিশেষভাবে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেন। নজরুল বলেন, 'মেদমারা' ছেলের চেয়ে সে হিসাবে 'ডানপিটে' ছেলে বরং অনেক ভালো কারণ পূর্বোক্ত নিরীহ জীবরূপী ছেলেদের 'প্রাণ' থাকে না, আর যাহার প্রাণ নাই, সে মেদা দিয়া কোন কাজই হয় নাই, আর হইবেও না। এই দুই শক্তিকে—প্রাণশক্তি আর কর্মশক্তিকে একত্রীভূত করাই যেন আমাদের শিক্ষার বা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হয়, ইহাই [redacted] প্রার্থনা।'

১৩৪৩ সালে ফরিদপুর জেলা মুসলিম ছাত্র সম্মিলনীতে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণে নজরুলকে বলতে শুনি—'তোমাদের শিক্ষা, তোমাদের জ্ঞান অর্জন যদি তোমাদের মাঝেই নিঃশেষিত হয়ে যায়, তবে ভুলে যাও এ শিক্ষা, বর্জন কর এ জ্ঞানার্জন। নোকরীর জন্য, দস্তখত লেখার কায়দাকানুন শেখার জন্য যদি তোমরা শিক্ষার ব্রত গ্রহণ কর, তবে জাহান্নামে যাক তোমাদের এ শিক্ষা পদ্ধতি, এই শিক্ষালয়।

তোমাদের শিক্ষায়তন—তা স্কুলই হোক, আর কলেজই হোক, আর মাদ্রাসাই হোক পীরের দর্গার চেয়েও পবিত্র, মসজিদের মতই পাক।

এতেই বুঝা যায় নজরুলের শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান [illegible] তীক্ষ্ণ [illegible] দৃষ্টিতে [illegible] দেখেছেন।